35

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

চট্টগ্রাম ভার্সিটির সনদপত্র বিক্রি ঃ নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন

সপ্তাহখানেক আগে খবর বেরিয়েছে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে। গত ১২ই জুন রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও ফিনান্স কমিটির এক যৌথ সভায় একজন সদস্যের আনীত অভিযোগের তদন্তের ফলে সার্টিফিকেট বিক্রির রহস্য ফাঁস হয়।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য মহোদয় অনেকগুলো ফাঁকা সার্টিফিকেট দস্তখত করেন। একটি দু'টি নয় এভাবে পঞ্চাশ হাজার অলিখিত সার্টিফিকেটে উপাচার্য মহোদয় সই করেছেন। সমাবর্তনের দিন মাত্র ২ হাজার সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। সার্টিফিকেটে প্রাপকের নামধাম ইত্যাদি না লিখে ফাঁকা সার্টিফিকেটে কেন সই করানো হল, আর উপাচার্য মহোদয় কেন সই দিতে গেলেন, তার কোন জবাব নেই। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের একদল দুর্নীতিবাজ এগুলো বেশ চড়া দামে বিক্রি শুরু করে। সভায় এক বান্ডিল এ ধরনের অলিখিত সার্টিফিকেট দেখানো হয়, যেখানে উপাচার্য মহোদয়ের মূল স্বাক্ষর রয়েছে। উপাচার্য বলেছেন তিনি না বুঝে এতগুলো অলিখিত সার্টিফিকেটে সই করেছিলেন।

পরিষ্কার বোঝা গেল না ভুলটা কোথায়। গাদা গাদা ফাঁকা সার্টিফিকেটে সই দেয়া, না অলিখিত সার্টিফিকেট মাত্রে স্বাক্ষর দেয়া ভুল হয়েছিল? তিনি কি না দেখে অন্ধের মত পঞ্চাশ হাজার সার্টিফিকেটে সই দিয়েছিলেন। ফাঁকা সার্টিফিকেটে কি সই দেয়ার নিয়ম আছে। না, সেটা অনিয়ম ও বেআইনি খবরে তা আসেনি।

এর আগে পরীক্ষার খাতা ও ফলাফল জালিয়াতির অভিযোগে সম্প্রতি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের সাতজন কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে ওএসডি করা হয়েছে। তারপর আবার এই নতুন অপকর্ম ধরা পড়লো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সম্পর্কে বাজারে বহু রটনা আছে। সবটাই গুজব নয়। অধ্যাপকের নামেও নানা ধরনের অভিযোগ মুখে মুখে ফেরে। কতটা কুৎসা রটনা, কতটা সত্য নিরূপণের কোন উপায় নেই। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে নানা ধরনের কেলেংকারির খবরের পর সিন্ডিকেটের অধিকাংশ সদস্য চেয়েছিলেন যে, তাকে সাসপেন্ড করা হোক; কিন্তু ভিসি তাকে ওএসডি করেছেন।

এখানে কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে। কুমিল্লায় পরীক্ষার খাতা কেলেংকারির অভিযোগ আনা হয়েছিল জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। প্রমাণাভাবে তাকে বদলি করা হয়েছিল। পরে ভিসি-কে অনুরোধ করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবার তার অফিসে ফিরিয়ে আনেন। এগুলো হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। হয়তো নয়। তবে ভালভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম তদন্ত করে দেখা উচিত।

যেমন মূল সনদপত্রে ভিসি'র সই হল ব্লক প্রিন্টে। আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সই কালি দিয়ে। এর রহস্যটা কি? ভিসি সাহেব বলেছেন তার ভুল হয়েছে। তার সই যদি ব্লক প্রিন্টে থাকে তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে ইচ্ছামত তার সই ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। কারণ সার্টিফিকেটগুলো তার হেফাজতে থাকে। সাতলাখ টাকায় দশটি সনদপত্র বিক্রির খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে টনক নড়ে।

তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্তশেষে তাদের রিপোর্ট ভিসি'র কাছে পেশ করেছেন। তদন্ত কমিটি সনদপত্র বিক্রির ব্যাপারে যেসব তথ্য পেয়েছেন, তার সবটা সিন্ডিকেটের সদস্যদের জানানো হয়নি বলে একটি মহল বলেছে। ভিসি সাহেব বলতে পারবেন কথাটা সত্য কিনা।

এই ঘটনার জের মিলাতে না মিলাতে ভুয়া ছাত্র ভর্তির খবর প্রকাশিত হল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মনে হয় জিনের আসরের মত দুর্নীতির আসর চলছে।

সনদপত্র বিক্রি, অসংখ্য অলিখিত সনদপত্রে ভিসি'র সই এবং তিনি নিজেই তার সই ব্লক প্রিন্ট করে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তদন্ত রিপোর্টে এ কথার উল্লেখ আছে। তারপর ভুয়া ছাত্রভর্তি, হিসাবপত্রে অনিয়ম চলছে ইত্যাদি অভিযোগ থেকে স্পষ্টতই একরম একটা সিদ্ধান্তে পৌছা চলে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে অথবা আগাগোড়া দুর্নীতিতে ভরা।

একজন বিচারপতিকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবৎ সংঘটিত দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির তদন্ত প্রয়োজন।

একবছর আগে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে একটি ছাত্রী হল উদ্বোধন করা হয়। তিনি যখন আবার এলেন সমাবর্তন উৎসবে তখন ছাত্রী হলের জঙ্গলাকীর্ণ ডিত্তিপ্রস্তরটি সাফ করে তাকে দেখানো হল। আর সবচেয়ে তাজ্জবের ব্যাপার কোন্ যুক্তিতে ভিসি সাহেব অলিখিত ৫০ হাজার সনদপত্রে সই করলেন? এ কথারও জবাব প্রয়োজন। আর এজন্যই নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য চাই একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি।